দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 21 FEB 2009
পৃষ্ঠা ৩ ৪

জবি'র বেদখল সম্পত্তি উদ্ধারে দফায় দফায় বৈঠক হলেও নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়নি

২৯ দিন পর বিশ্ববিদ্যালয় খুলছে ২৬ ফেব্রুয়ারী

ওমর ফারুক ঃ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বেদখল হওয়া হল উদ্ধারের লক্ষ্যে বৈঠকের পর বৈঠক হলেও হল উদ্ধারের ব্যাপারে নীতিগত সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি সংশ্লিষ্টরা। বাংলাদেশ ব্যাংক সদরঘাট শাখা স্থানান্তরের ব্যাপারে টেকনিক্যাল কমিটি হলেও তেমন ভূমিকা লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। কবে নাগাদ হলগুলো ফিরে পাবে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীরা, এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজা দুষ্কর ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমন কি কোন সুরাহা না করেই আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয় খুলছে। হল উদ্ধারসহ বিভিন্ন দাবী আদায়ের লক্ষ্যে সাধারণ শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের সময় গত ২৭ জানুয়ারী ছাত্র-পুলিশের সঙ্গে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করে কর্তৃপক্ষ। টানা ২৯ দিন বন্ধ থাকার পর শিক্ষার্থীদের কথা মাথায় রেখে বিশ্ববিদ্যালয় খুলছে বলে জানা গেছে।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২টি আবাসিক হলের নিয়ন্ত্রণ বিগত দুই যুগ ধরে ভূমিদস্যু, জালিয়াত চক্র আর প্রভাবশালীদের দখলে রয়েছে। বৈধ কাগজপত্র ছাড়া কিভাবে অবৈধভাবে এসব সম্পত্তি দখলে রেখেছে পুরনো ঢাকার প্রভাবশালীরা, তা যেন দেখার কেউ নেই। তবে আগামী আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠকের দিকে তাকিয়ে আছে ছাত্ররা। আন্দোলন হলে সরব হন কর্তৃপক্ষ। আন্দোলন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলেই বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে দায় সারেন সংশ্লিষ্টরা। শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে ২০০৬ সাল থেকে ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত প্রায় তিন থেকে পাঁচবার বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে কর্তৃপক্ষ।

সরকার যায় সরকার আসে, তবে দাবীর ব্যাপারে কোন সুখবর মেলে না। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানায়, বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় হলগুলো পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, আইন মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং পুলিশের আইজিকে চিঠি প্রদান করা হলেও তার সাড়া পাওয়া যায়নি।

পুরনো ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় জগন্নাথ কলেজের ১২টি ছাত্রাবাস ছিল। এ ছাত্রাবাসগুলো স্থানীয় ভূমি জালিয়াতি চক্র ও রাজনৈতিক প্রভাবশালীরা জাল দলিলের মাধ্যমে দখলে নিয়ে নেয়। ২০০৫ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর জাতীয় সংসদের ২৮ নং আইনের মাধ্যমে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্ট '০৫ পাস হয়। একই বছরের ২০ অক্টোবর প্রজ্ঞাপন জারি করার পর হলগুলো পুনরুদ্ধারের আল্টিমেটাম দেয় সাধারণ শিক্ষার্থীরা।

এদিকে, বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুযায়ী স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির হিসাব নেয়ার লক্ষ্যে ৬টি হলের কাগজপত্র পাওয়া গেলেও সেগুলো উদ্ধার হয়নি। এগুলোর মধ্যে ৮২ নং ঝুলন বাড়ী লেন এবং তাঁতীবাজারে অবস্থিত শহীদ শাহাবুদ্দীন হলে বর্তমানে ১৫/১৬ জন পুলিশ সদস্য থাকে এবং অপর অংশে প্রভাবশালীরা রয়েছে। ৮ ও ৯ নং জি এল পার্ব লেনের কুমারটুলিতে অবস্থিত তিব্বত হলটি খন্দকার মঞ্জুরুল আলম এবং আব্দুল মজিদ নামে দুই ব্যক্তির দখলে রয়েছে। এ হলের একটি অংশে গুলশান আরা সিটি মার্কেট নামে একটি বহুতল মার্কেট আছে। আরমানিটোলার ৬নং এসি রায় রোডের আব্দুর রহমান হলটিতে পুলিশের ১৪টি পরিবার বসবাস করছে। মজার ব্যাপার হল বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানির বিলের কাগজপত্র এখনো তৎকালীন জগন্নাথ কলেজের নামে আসে। অপরদিকে, মাহুতটুলির ১ নং শরৎচন্দ্র রোডে অবস্থিত শহীদ আনোয়ার শফিক হলে হাজী আবুল বাসার ও সালেহা বেগম নামে দু'জন স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি গোডাউন গড়ে তুলেছে। পাটুয়াটুলীর ১৬ ও ১৭ নং রামাকান্ত নন্দী লেনের শহীদ আজমল হোসেনের জায়গায় রামাকান্ত নন্দী লেন কল্যাণ সমিতি এবং লায়ন ফ্রি ক্রাইডে ক্লিনিক নামে একটি ক্লিনিক গড়ে উঠেছে। ১ নং ঈশ্বর দাস লেন, বাংলাবাজারে অবস্থিত বাণীভবন হলটি বিশ্ববিদ্যালয়ের দখলে থাকলেও তার যথাযথ পদক্ষেপ নেই।

জানা যায়, ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর বাংলা ছেড়ে অনেক হিন্দু জমিদার ভারতে চলে যান। ভারতে যাওয়ার আগে কেউ কেউ মৌখিকভাবে তাদের বাড়ীগুলো তৎকালীন জগন্নাথ কলেজ কর্তৃপক্ষকে দান করে যান। মৌখিকভাবে দান করার কারণে কোন দলিল-পত্র কর্তৃপক্ষের হাতে না থাকলেও এর পর থেকে কলেজের শিক্ষক, শিক্ষার্থী আর কর্মচারীরা এসব বাড়ীতে থাকতেন। ১৯৮৫ সালে তৎকালীন সরকার জগন্নাথ কলেজে ছাত্র রাজনীতির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারির পর প্রায়ই সরকারের লেলিয়ে দেয়া পুলিশ বাহিনী ছাত্রদের ওপর নির্বিচারে নির্যাতন চালাতো। এর এক পর্যায়ে ওই বছরের ফেব্রুয়ারী মাসে কৌশলে ছাত্রদের সঙ্গে সংঘাত সৃষ্টি করে পুরনো ঢাকার স্থানীয় ব্যক্তি ও ভূমি জালিয়াত চক্র। আর এতে কলেজ প্রশাসন সহযোগিতার বদলে অসহযোগিতা করে ছাত্রদের হল থেকে বের করে দেয়। এরপর থেকে হলগুলোতে আর কোনো শিক্ষার্থী উঠতে পারেনি। এসব ব্যাপারে আলাপকালে বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানায়, আগামী ২৩ তারিখ অতিরিক্ত প্রশাসকের (রাজস্ব) সভাপতিত্বে রিভিউ কমিটিতে হল উদ্ধারের ব্যাপারে আশানুরূপ ফলাফল পাওয়া যাবে। এ প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় ভিসি ড. আবু হোসেন সিদ্দিক ইনকিলাবকে জানান, অনেক অগ্রগতি হচ্ছে। আমরা আশাকরি সরকার আন্তরিক হলে পুলিশের দখলে থাকা হলগুলো আমাদের নিকট হস্তান্তর করতে পারবে।